বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৯১, ১৪ এপ্রিল—মধ্যভারতে ইন্দোরের সন্নিকটে 'মোউ'-এর সেনা নিবাসে জন্ম। বাংলা পঞ্জিকামতে দিনটি সাধারণত ১লা বৈশাখে পড়ে। পিতা রামজী শকপাল সেনা নিবাসের স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতার নাম ভীমাবাই। পিতামাতার চতুর্দশ ও শেষ সন্তান এবং জীবিত পঞ্চম সন্তান। শিশুর নামকরণ হয় ভীম।

১৮৯৩, ...পিতা চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ৫০ টাকা পেনসন পান এবং আদি বাসভূমি কোঙ্কনের দাপোলীতে চলে আসেন। এখানে শিশু ভীমের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু।

১৮৯৬, ...মাতা ভীমাবাই-এর মৃত্যু। পিতা সাতারা জেলার গোরেগাঁও-এ PWD বিভাগে চাকুরি নিয়ে সপরিবারে সাতারায় আসেন। বড় ভাই আনন্দরাও-এর সঙ্গে ভীম এখানে প্রথমে প্রাথমিক স্কুলে ও পরে সরকারি মিড্‌ল স্কুলে যোগ দেন। ভীম স্কুলের এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। এই শিক্ষক ভীমের পদবি 'আম্বাবাদেকর' বদলিয়ে তাঁর নিজের পদবি 'আম্বেদকর' ছাত্রের নামের শেষে যোগ করে দেন। সাতারায় অবস্থান কালে রামজী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জীজাবাই।

১৯০৪, ...রামজী বম্বেতে চাকুরি নিয়ে সপরিবারে বম্বের প্যারেলে বস্তি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ভীম বম্বের মারাঠা হাইস্কুল ও পরে এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর গুণগ্রাহী মারাঠী শিক্ষক ও লেখক কৃষ্ণাজী অর্জুন কেলুসকর নিজের লেখা গৌতম বুদ্ধের জীবনী বইখানা তাঁকে উপহার দেন।

১৯০৭, ...বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের জন্য মাহার সম্প্রদায় এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন দেয়। এই সময় দাপোলীর ওয়ানন্দ ভিকু ধুত্রের কন্যা রামী বা রমাবাই এর সঙ্গে বিবাহ। (মতান্তরে বিবাহ হয়েছিল ১৯০৬ সালে)

১৯০৮, ৩ জানুয়ারি—বম্বের এলফিনস্টোন কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি।

১৯১০, ...আই. এ. পাশ করে বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মহারাজার থেকে ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তিলাভ করে বি. এ. ক্লাশে পড়াশুনা শুরু।

১৯১২, ...অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে বি. এ. পাশ। প্রথম পুত্র যশোবন্ত রাও-এর জন্ম।

১৯১৩, ২৩ জানুয়ারি হতে ২১ দিনের জন্য বরোদায় লেফটেন্যান্ট পদে চাকুরি।
২ ফেব্রুয়ারি—পিতা রামজী শকপালের ৬৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ।

২০ জুলাই—বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। পাঠ্য বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনার সহিত মনোনীত।

১৯১৫, ২ জুন— প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে থিসিস (সন্দর্ভ) লিখে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. ডিগ্রি লাভ।

১৯১৬,—নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রদের সেমিনারে 'ভারতের জাতিব্যবস্থা' শীর্ষক বড় প্রবন্ধ পাঠ।
জুন—'ভারতের জাতীয় আয় ব্যয়ের একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ এবং এর ভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ। কিছুটা বর্ধিত আকারে এই সন্দর্ভ লন্ডন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
জুলাই—আমেরিকার পড়াশুনা শেষ করে লন্ডন আসেন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ যোগ দেন অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য। একই সঙ্গে গ্রেস-ইন-এ যোগ দেন ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভের জন্য।

১৯১৭, আগস্ট—গায়কোয়াড় প্রদত্ত বৃত্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বারোদার দেওয়ানের নির্দেশে লন্ডনের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ভারতে প্রত্যাবর্তন।
সেপ্টম্বর-নভেম্বর—বৃত্তির শর্তানুসারে বরোদার মহারাজার সামরিক সচিবপদে যোগদান। অফিসের দুর্ব্যবহার ও লাঞ্ছনায় এবং বরোদায় কোনও বাসস্থান না পেয়ে বাধ্য হয়ে চাকুরি ছেড়ে বম্বে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৮, নভেম্বর—বম্বের সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স এ্যান্ড বিজিনেস-এ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপকের পদে যোগদান।

১৯২০, ৩১ জানুয়ারি— কোলাপুরের শাহু মহারাজার অর্থ সাহয্যে 'মূক নায়ক' নামে মারাঠী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ।
মার্চ—লন্ডনের অসমাপ্ত পড়াশুনা ও গবেষণা সম্পুর্ণ করার জন্য সিডেনহ্যাম কলেজের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ।

মে—নাগপুরে নির্যাতিত শ্রেণিসমূহের সর্বভারতীয় সম্মেলনে নির্যাতিতদের অধিকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।

সেপ্টেম্বর...অর্থনীতির ডিগ্রির জন্য লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ এবং ব্যারিস্টারি ডিগ্রির জন্য গ্রেস-ইন-এ পুনরায় যোগদান।

১৯২১, জুন—'ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থের বণ্টন ব্যবস্থা' শীর্ষক সন্দর্ভ লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ।

১৯২২—'টাকার সমস্যা (The problem of the Rupee)' শীর্ষক বিখ্যাত গবেষণা সন্দর্ভ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ।

১৯২২-২৩,—কিছুকাল জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ভারতবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা।

১৯২৩, ৩এপ্রিল—ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ৫ জুলাই থেকে বম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু। (এখানে অন্য ব্যারিস্টাররা তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে চা-পান করত না)।

নভেম্বর—'টাকার সমস্যা' গবেষণা সন্দর্ভের জন্য লণ্ডন বিশ্বরিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ।

১৯২৪,—শোলাপুর জেলার বার্সিতে দলিতদের প্রাদেশিক সম্মেলনে দলিতদের সার্বিক উন্নতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা।

জুলাই—সমাজসেবা ও দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থাপিত 'বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা' নামে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি অনুমোদিত হয় বিশেষ সম্মেলনে।

১৯২৫, জানুয়ারি—বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভার মাধ্যমে শোলাপুরে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন। নিপনীতে দলিত শ্রেণির একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে নেতৃত্বদান।

এপ্রিল—নিপনী সম্মেলনের সুত্র ধরে বেলগাঁও-এ নির্যাতিত ছাত্রদের ছাত্রাবাস স্থাপন।

১৯২৬, —জেজুরীতে সভায় অস্পৃশ্য দলিতদের জন্য উঁচুজাতির লোকালয় থেকে দূরে আলাদা বাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব।

—মহারাষ্ট্রের তিন অ-ব্রাহ্মণ নেতা একটি পুস্তিকায় ব্রাহ্মণেরা দেশের সর্বনাশ করেছে এই অভিযোগ করলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তিন নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে মামলা করেন। আম্বেদকর অ-

ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ উকিলকে এই মামলায় হারিয়ে দেন।

১৯ জুলাই—প্রিয় পুত্র রাজরত্নের মৃত্যু।

ডিসেম্বর—বম্বে আইনপরিষদে (Legislative Council-এ) পুনরায় সদস্য মনোনীত।

১৯২৭, মার্চ—বম্বে আইন পরিষদে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দের উপর বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও দলিত শ্রেণির শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ।

১৮-২৩ মার্চ—কোলাবা জেলার মাহাদে অস্পৃশ্যদের প্রথম বড় সম্মেলন হয় আম্বেদকরের সভাপতিত্বে। সভার আলোচনার সূত্র ধরে ২০ মার্চ ১০ হাজার অনুগামী সহ মাহাদের সরকারি পুকুরে গমন ও জলপান।

৩ এপ্রিল—'বহিষ্কৃত ভারত' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ।

জুন—বম্বের ঠাকুরদ্বার মন্দিরে গিয়ে অপমানিত হয়ে প্রত্যাবর্তন।

২৭ জুলাই—বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় বিলের উপর আইন পরিষদে মূল্যবান বক্তব্য পেশ।

৪ আগস্ট—মাহাদ পুরসভা চৌদার পুকুরে অস্পৃশ্যদের জলপান পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্চ মাসে অস্পৃশ্যদের ছোঁওয়ায় পুকুরের জল কুলষিত হয়েছিল। জলে গোবর ও দুধ ঢেলে ও পূজা পার্বণ করে এই জল পবিত্র করে নেওয়া হয়।

২১ আগস্ট—অমরাবতীর অম্বাদেবীর মন্দিরে দলিতদের প্রবেশের উদ্যোগে যোগদান। স্থানীয় বিরোধিতা ও পরামর্শে এই উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়।

সেপ্টেম্বর—মাহাদ সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করে সরকারি পুকুরে দলিতদের জলপান করার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মাহাদে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত।

২৫ ডিসেম্বর—চৌদার পুকুর সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ বিকেল ৪ টায়। সভায় বক্তব্যের পরে এদিন সন্ধ্যা ৭টায় সামাজিক অসমতার ধারক ও বাহক মনুস্মৃতি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্মেলন দলিতদের জন্য মানবিক অধিকারের দাবি পাশ করে সমাজ সংস্কারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২৬ ডিসেম্বর—স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের আশ্বাসদানে সত্যাগ্রহ সেই

সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠা এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ।

২১ জুন—বম্বে সরকারি আইন কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান।

২৮ জুলাই—চাকুরিরতা নারীদের প্রসবকালীন ছুটির জন্য আইন পরিষদে জোরালো যুক্তি পেশ।

২৯ জুন—দেব দত্ত বিষ্ণু নায়েকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'সমতা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।

৩ আগস্ট—মাহার ওবাতান নামে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করে নির্যাতিত মাহারদের মুক্তির জন্য বম্বে আইন পরিষদে বিল উত্থাপন।

৫ আগস্ট—সাইমন কমিশনের বম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটির সদস্য মনোনীত।

১৯২৯ —কম্যুনিস্ট দলের নেতৃত্বে বম্বের কাপড় কলের শ্রমিক ধর্মঘটে সমর্থন দানে বিরত থাকেন যেহেতু এই কম্যুনিস্টরা শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য দূর করেনি।

মার্চ—সরকারি আইন কলেজের অধ্যাপক পদে ইস্তফা।

অক্টোবর—পুণার পার্বতী মন্দিরে দলিত শ্রেণির প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহে সমর্থনদান। পার্বতী মন্দিরে সব শ্রেণির প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়।

১৯৩০, ৩ মার্চ—নাসিকে কালারাম মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ শুরু। দীর্ঘ ৫ বছর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে। ১৯৩৫ সালে সত্যাগ্রহ তুলে নিয়ে বলা হয় যে মন্দিরে প্রবেশের চেয়ে শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতালাভের আন্দোলন